

হযরত ইয়াকুব (আ)

জন্ম ও বংশপরিচয়

হযরত ইয়াকুব (আ) আনু. ১৮৩৬ খৃ. পূ. সালে কান্‌আন (বর্তমান ফিলিস্তীন)-এ জন্মগ্রহণ করেন (বাইবেল ডিকশনারী, পৃ. ২৩)। তাঁহার সময়কাল সাধারণ হিসাব অনুসারে খৃ. পূ. ১৮শ শতক (Colliers Encyclopedia, ১৩ খ., পৃ. ৪২৭) এবং তাফসীরে মাজেদীর বর্ণনামতে খৃ. পূ. ২০০০ সাল হইতে ১৮৫৩ খৃ. পূ. (১খ., পৃ. ২৪৬, টীকা ৪৭৫, ই. ফা.-র বাংলা সং)। তিনি ছিলেন হযরত ইসহাক (আ)-এর পুত্র এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পৌত্র। এই বংশলতিকা কুরআন মজীদ কর্তৃক স্বীকৃত। মহান আল্লাহ বলেন :

“আমি ইবরাহীমকে দান করিয়াছিলাম
ইসহাক এবং অতিরিক্ত পৌত্ররূপে ইয়াকুব”
(দ্র. ২১ : ৭২)।

হাদীস শরীফে ইহার প্রমাণ বিদ্যমান।
রাসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তির ডিজ্ঞাসার উত্তরে
বলেন :

“সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি হইলেন আল্লাহর
নবী ইউসুফ, তিনি ছিলেন আল্লাহর নবী
(ইয়াকুব)-এর পুত্র, ইয়াকুব (আ) ছিলেন
আল্লাহর নবী (ইসহাক)-এর পুত্র” (বুখারী,
১খ., পৃ. ৪৭৮, কিতাবুল আশ্বিয়া, বাব ১৫;
মুসলিম, ফাদাইল, বাংলা অনু., ৭খ., পৃ.
৩৬৮)।

বুখারীর অন্যত্র হাদীছটি এভাবে বর্ণিত
হইয়াছে :

“ইবন উমার (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (স)
বলেন : মর্যাদাবান ব্যক্তি, মর্যাদাবান ব্যক্তির
পুত্র, মর্যাদাবান ব্যক্তির পুত্র, মর্যাদাবান
ব্যক্তির পুত্র ইউসুফ ইব্ন ইয়াকুব ইবন
ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম আলায়হিমুস সালাম
(আশ্বিয়া, বাব ১৯, নং ৩১৩২, ৩, পৃ. ৩৭২;
আরও দ্র. তাফসীর সূরা ১২, নং ৪৩২৭, ৪খ.,
পৃ. ৪৩০)।

তাহার মাতার নাম রিকা (রিকা)। তিনি ছিলেন
পিতা-মাতার জমজ সন্তান। বাইবেলের
ব্যাখ্যা অনুসারে ইয়াকুব (পাদগ্রাহী) শব্দটি
হিব্রু বিশেষ্যপদ ‘আকিব (পায়ের গোছা)
হইতে গৃহীত। কারণ তিনি তাঁহার মাতার গর্ভ
হইতে তাঁহার জমজ ভ্রাতা এসূ-এর পাদমূল
ধরিয়া ভূমিষ্ঠ হন (দ্র. বাইবেলের আদিপুস্তক,
২৫ ও ২৬)। আরবী ভাষায়ও উক্ত শব্দের অর্থ
পায়ের গোছা ও পশ্চাদবর্তী (দ্র. অভিধান)।

হযরত ইয়াকুব (আ) ও তাঁহার পিতা হযরত ইসহাক (আ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁহার স্ত্রী সারার জন্য আল্লাহ তাআলার দানস্বরূপ। এই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

“আর আমি তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব, ইহাদের প্রত্যেককে আমি সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম” (৬ ও ৮৪; আরও দ্র. ২১ : ৭২; ২৯ ও ২৭; ১১ : ৭১)।

কতক তাফসীরকারের মতে হযরত ইয়াকুব (আ) তাঁহার দাদা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সূরা বাকারার ১৩২ নম্বর আয়াতে উদ্ধৃত ইয়াকুব শব্দটিকে মাফউল (কর্মকারক)-এর পরিবর্তে ফাইল (কর্তৃকারক) হিসাবে পাঠ করেন।

আয়াতটি নিম্নরূপঃ

“এবং ইবরাহীম ও ইয়াকূব এই সম্বন্ধে
তাহাদের পুত্রগণকে ওসিয়ত করিয়াছিলেন”
(২৪ ১৩২)।

ইহা হইল আয়াতের সর্বজনগ্রাহ্য অর্থ। কিন্তু
ইয়াকূবকে মাফউল সাব্যস্ত করিলে
আয়াতের অর্থ হয় : “এবং ইবরাহীম এই
সম্বন্ধে তাহার পুত্রগণকে ও ইয়াকূবকে
ওসিয়াত করিয়াছিলেন। তাফসীরে ইব্ন
কাছীর-এ এই মতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা
হইয়াছে এবং ইহার সমর্থনে ইব্ন কাছীর ১১৪
৭১; ২৯ : ২৭ ও ২১ : ৭২ আয়াতত্রয় পেশ
করিয়াছেন। উক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ
তাআলা ইবরাহীম (আ)-কে দান করিয়াছেন
বলা হইয়াছে। আর দান তো জীবদশায়ই
হইয়া থাকে (বিস্তারিত দ্র. তাফসীরে ইবন
কাছীর, বাংলা অনু., ১খ., পৃ. ৫৭৩; বিদায়া,
১খ., পৃ. ১৯৫)।

বাইবেল ও বাইবেল ভিত্তিক রচনাবলীর বর্ণনা অনুসারে হযরত ইসহাক (আ) এসূকে অধিক স্নেহ করিতেন এবং স্ত্রী রিক্কা অপর পুত্র ইয়াকূবকে অধিক স্নেহ করিতেন। এক পর্যায়ে রেষারেষির সৃষ্টি হইলে মাতা তাহাকে নিজ ভ্রাতা লাভান-এর নিকট হাররান বা পাদান আরাম (বর্তমান উত্তর মেসোপটামিয়া)-এ পাঠাইয়া দেন (বাইবেলের আদিপুস্তক, ২৭ : ৪১-৬) তথায় তিনি মামার মেঘপাল চরাইতেন। ইহার দ্বারা মহানবী (স)-এর একটি বাণী স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন : “এমন কোন নবী নাই যিনি মেঘপাল চরান নাই”। সেখানে তিনি এক পর্যায়ে দুই সহোদর মামাতো বোনকে বিবাহ করেন এবং পরবর্তী কালে দুই স্ত্রী ও তাহাদের দুই দাসীকে লইয়া কাননে প্রত্যাবর্তন করেন। তৎকালীন শরীআতে দুই সহোদরকে একইসঙ্গে বিবাহ

করা বৈধ ছিল। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেনঃ

“এবং আরও এই যে, দুই ভগিনীকে একত্রে বিবাহ করা, পূর্বে যাহা হইয়াছে তো হইয়াছে” (৪ : ২৩; আল-কামিল, ১খ., পৃ. ৯৬)।

মামার বাড়িতে যাওয়ার পথে তিনি এক স্থানে যাত্রাবিরতি করিলেন এবং রাত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন দেখিতে পাইলেন যে, আল্লাহ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আমি সদাপ্রভু, তোমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতিপালক প্রভু। তুমি যে ভূমিতে শুইয়া আছ, ইহা আমি তোমাকে ও তোমার বংশধরগণকে দান করিব” (দ্র. বাইবেলের আদিপুস্তক, ২৮ : ১০-২২)।

ইব্ন কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারীর মতে স্বপ্নের বিষয়বস্তু এই যে, মহামহিম আল্লাহ তাঁহার

নিকট ওহী পাঠাইলেন যে, “আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোনও ইলাহ নাই, তোমার ইলাহ এবং তোমার পূর্বপুরুষগণের ইলাহ। আমি তোমাকে এই পবিত্র ভূমির উত্তরাধিকারী বানাইলাম এবং তোমার পরে তোমার বংশধরগণকেও। আমি তোমাকে ও তাহাদেরকে প্রাচুর্য দান করিলাম, তোমাদের মধ্যে কিতাব, হিকমাত ও নবওয়াত দান করিলাম। আমি এই স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত তোমার সঙ্গে আছি এবং আমি তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিলাম। তুমি ইহাতে একটি ঘর বানাও যাহাতে তুমি ও তোমার বংশধরগণ আমার ইবাদত করিবে। ইহাই বায়তুল মাকদিস” (আল-মাআরিফ, পৃ. ২৩)।

কুরআন মজীদে হযরত ইয়াকুব (আ)

কুরআন মজীদে নামসহ খোলবার হযরত
ইয়াকুব (আ)-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হইয়াছে
এবং সর্বনামরূপে আরও কয়েক স্থানে তাহার
প্রসঙ্গ আসিয়াছে।

যেমন ২ : ১৩২, ১৩৩, ১৩৬, ১৪০; ৩ : ৮৪; ৪ : ১৬৩; ৬ ও ৮৪; ১১ ও ৭১; ১২ : ৬,
৩৮, ৬৮; ১৯ ও ৬, ৪৯; ২১ : ৭২; ২৯ : ২৭; ১৮ : ৪৫। এইসব স্থানে হযরত
ইয়াকুব (আ) সম্পর্কে যে তথ্যাবলী উক্ত আছে তাহা মূল পাঠসহ নিবন্ধের
সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহে উদ্ধৃত হইয়াছে।